দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 APR 2009
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

সর্বাধিক নিরক্ষর দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ সমাপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশ্বের যে তিনটি দেশে সর্বাধিক নিরক্ষর লোক বসবাস করে বাংলাদেশ তার মধ্যে তৃতীয় এবং দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতার হার সর্বাধিক। বাংলাদেশে সার্বিক সাক্ষরতার বর্তমান হার মাত্র ৪৮.৮% হলেও এর মাঝে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই শতকরা ৮২ ভাগ। গত এক দশকে দেশে সাক্ষরতার হার বাড়লেও যুব নিরক্ষরতার হার এখনো ৭৬%। গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী দিনে গতকাল (রোববার) 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা' বিষয়ক 'জাতীয় পরামর্শ সভা'য় একথা বলা হয়েছে। ঢাকার এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক। পরামর্শ সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক ব্যুরো অব এডাল্ট এডুকেশনের (এএসপিবিএই) এডভোকেসি এন্ড ক্যাম্পেইন কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর। আলোচনায় অংশ নেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র এডভাইজার ড. মনজুর আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. কাজী সালেহ আহমেদ প্রমুখ। বক্তারা দেশের শিক্ষার সার্বিক চিত্র বর্ণনা করে বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করে তারা যুব বয়স্ক সাক্ষরতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষানীতি এবং শিক্ষায় অধিক বাজেট বরাদ্দের পরামর্শ দেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার কথা চিন্তা করেছে, যা আগামী জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়িত হবে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সবার জন্য (দরিদ্র জনগোষ্ঠীর) উপবৃত্তির ব্যবস্থা, ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত ৫০% পুরাতন বইয়ের স্থলে সব শিশুর জন্য নতুন বই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন আহারসহ শিক্ষকের স্বল্পতা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিক্ষকদের বেতনের সাথে অন্যান্য পেশার বেতনে যে বৈষম্য রয়েছে তা অমানবিক বলে তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, যুব ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে আগামী বছরগুলোতে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম কর্মমুখী ও জীবনদক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি যুব ও বয়স্ক শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। জাতীয় টেলিভিশনে শিক্ষামূলক কার্যক্রম প্রচারের সময় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির জন্য সরকার ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন।